সংলাপ কী রাজনৈতিক সমাধান দিতে পেরেছে?

রাজনীতিতে সংলাপ একটি চমৎকার শব্দ। যেকোন সংকট, সমস্যায় সংলাপের কথা হরহামেশাই শোনা যায়। কিন্তু বাংলাদেশের রাজনীতিতে এই সংলাপ বরাবরই সময়ক্ষেপণ ছাড়া অর্থবহ কোন সমাধান আনেনি। অতীত অভিজ্ঞতা তাই-ই বলে। দেশের রাজনীতি যখনই নির্বাচনমুখি হয়, তখনই সংলাপের কথা জোরোশোরে আলোচনা হয়।

২০০৬ সালে দেশ যখন নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে গভীর সংকটে নিমজ্জিত তখন দেশের প্রধান দুই রাজনৈতিক দল তৎকালীন ক্ষমতাসীন বিএনপি-জামায়াত জোট এবং প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগের মধ্যে সংলাপ নিয়ে তুমুল আলোচনা হয়। দেশি-বিদেশি হস্তক্ষেপে ওই সময় প্রধান দুই দলের মহাসচিব ও সাধারণ সম্পাদক পর্যায়ে সংলাপ শুরু হয়।

বিএনপির পক্ষে দলের তৎকালীন মহাসচিব আব্দুল মান্নান ভুঁইয়া এবং আওয়ামী লগের সাধারণ সম্পাদক মো. আব্দুল জলিলের মধ্যে সংলাপ শুরু হয়। দিনে-রাতে, সকালে-বিকালে চলতে থাকে এই সংলাপ। পুরো দেশ তাকিয়ে দুই দলের শীর্ষ দুই নেতার দিকে। সংলাপ শেষে তারা আশার কথা শুনাবেন। দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা দূর হবে। শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সংঘাত-সংঘর্ষ এড়ানো যাবে। মানুষ হাঁসফাঁস অবস্থা থেকে মুক্তি পাবে। কিন্তু মান্নান-জলিল সংলাপে মানুষের সেই আশার প্রতিফলন ঘটেনি। দিনের পর দিন সংলাপ করে চায়ের টেবিলে ঝড় তুললেও সংকট সমাধানে কোনো কার্যকর সমাধান বের করতে পারেনি। এর প্রধান এবং একমাত্র কারণ ছিলো দুই দলের মহাসচিব ও সাধারণ সম্পাদক যার যার সিদ্ধান্তে অনঢ় থাকা।

এখানে বলে রাখা ভালো, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে আন্দোলন করা আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন সমমনা রাজনৈতিক দলগুলোর দাবির মুখে বিএনপি ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারির ভোটার বিহীন নির্বাচন করে মাত্র কয়েকদিনের জন্য সরকার গঠন করে। সেই সরকার বিরোধীদের দাবির মুখে সংসদে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল পাস করে। এতে বলা হয়, পর পর তিনটি নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হবে। এই বিল পাসের পর বিএনপি ১৯৯৬ সালের ৩০ মার্চ সংসদ বিলুপ্ত করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে। বিচারপতি

হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ১৯৯৬ সালের ১২ জুন সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সেই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করে।

এরপর যথারীতি ২০০১ সালে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার কোনরকম বিতর্ক ছাড়াই শান্তিপূর্ণ ও স্বতঃস্ফুর্তভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে বিদায় নেয়। ২০০১ সালের ১ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয় অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন। সেই নির্বাচনে বিএনপি-জামায়াত জোট সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে সরকার গঠন করে। পাঁচ বছর সময় পার করে যখন ক্ষমতা হস্তান্তর করবে ঠিক তার আগে নিজেদের পছন্দের প্রধান বিচারপতির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য বিচারপতির বয়স বাড়িয়ে নেয় জোট সরকার। তখনই শুরু হয় বিতর্ক। আওয়ামী লগিসহ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো কোনোভাবেই বিএনপির এই তৎপরতাকে মেনে নিতে পারেনি। তারা তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। তীব্র আন্দোলনের মুখে ক্ষমতাসীন বিএনপি-জামায়াত জোট তাদের পছন্দের বিচারপতির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে পারেনি। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য শুরু হয় রাজনৈতিক সংলাপ। দেশি-বিদেশি হস্তক্ষেপে দুই দলের মহাসচিব ও সাধারণ সম্পাদকের মধ্যে সংলাপ শুরু হলেও ইতিবাচক কোনো ফল আসেনি। এক পর্যায়ে খালেদা জিয়া রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দীন আহম্মদকে প্রধান উপদেষ্টা করে তার মনোনীত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। এমন পরিস্থিতি দেশে একটা অস্থিরতা তৈরি হলে ফখরুদ্দিন-মঈন ইউ আহমদের নেতৃত্বে ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন হয়। যা ওয়ান-ইলেভেন নামে পরিচিত।

এই যে নিজের কোর্টে বল রেখে ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করতে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন জোট সরকার সংলাপ-সংলাপ নাটক করে শেষ পর্যন্ত সবকিছুকে ভায়োলেট যখন নিজেদের রাষ্ট্রপতি দিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার করলেন, তখনই কার্যত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কবর রচনা হয়ে যায়।

২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নেত্বাধীন মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিতর্কিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে পুরোপুরি ছেঁটে ফেলে। ফলে এই ব্যবস্থা নিয়ে আর কোনো আলোচনা বা কথা বলার সুযোগ নেই।

ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ বার বার বলে আসছে নির্বাচন হবে সংবিধান

অনুযায়ী। এর বাইরে তত্ত্বাবধায়ক বা নিরপেক্ষ সরকারের কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু বিএনপিসহ সমমনা রাজনৈতিক দলগুলো গত কয়েক বছর ধরেই তত্ত্বাবধায়ক বা নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলন করে আসছে। সরকার তাদের সব দাবিকে আমলে নিলেও নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি পুরোপুরি নাকচ করে দিয়েছে।

এই অবস্থায় বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে গত কয়েক মাস ধরে দেশি-বিদেশিদের কুটনীতিকদের তৎপরতা দেখা যাচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রাক নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দল বাংলাদেশ সফর করে গিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। তাতে তারা রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে একটা অর্থবহ সংলাপের তাগিদ দিয়েছে। অপরদিকে বিএনপি নেতৃত্বও সংলাপের কথা বলছেন।

অন্যদিকে আওয়ামী লীগের তরফ থেকে স্পষ্ট বলে দেওয়া হয়েছে, কোন সংলাপ নয়। নির্বাচন হবে সংবিধান অনুযায়ি। এর বাইরে কোনো আলোচনা হবে না। এরমধ্যে গত দুই দিন সধরে সংলাপের বিষয়টি আবারও আলোচনা এসেছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক-নির্বাচনী প্রতিনিধি দলের প্রতিবেদনের পর। এক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন, বিএনপি যদি শর্ত ছাড়া সংলাপে বসতে চায় তাহলে হতে পারে। সরকারের অন্য মন্ত্রীরাও বলেছেন, সংলাপে বসা যায়, তবে কোনো শর্ত দিয়ে নয় আর কিভাবে নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন সে বিষয়ে সংলাপ বা আলোচনা হতে পারে। এর বাইরে কোনো আলোচনা হবে না।

অপরদিকে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও বিএনপির অন্য শীর্ষ নেতারা বলছেন, তারা সসংলাপে বসতে রাজি। তবে শর্তসাপেক্ষে। বৃহস্পতিবার বিএনপি মহাসচিব বলেছেন, আমরা আলোচনার পক্ষে। কিন্তু নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ সরকারসহ কয়েকটি এজেন্ডা ছাড়া আলোচনা অর্থবহ হবে না।
এই যখন অবস্থা তখন এটা স্পষ্ট যে, নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ সরকার বা তত্বাবধায়ক সরকার ইস্যুতে যদি সংলাপ হয় সেটা হবে সত্যি সত্যিই অর্থহীন। কারণ সরকার সংবিধানের বাইরে গিয়ে কোনো আলোচনা করবে না। আর বিএনপিও তাদের অবস্থান থেকে নড়বে না। তার মানে হচ্ছে-সংলাপ হবে শুধু লোক দেখানো এবং সময়ক্ষেপণ মাত্র। অতীত অভিজ্ঞা তারই ইঙ্গিত দিচ্ছে।

২০০৬ সালে যদি বিএনপি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে নিজেদের পছন্দের ব্যক্তিকে আনতে প্রধান বিচারপতির বয়স না বাড়াতো

এবং ২০০১ সালে আওয়ামী লীগ যেমন বিনাবাক্যে নির্ধারিত সময়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করেছিল, সেভাবে বিএনপি-জামায়াত জোট যদিও ২০০১ এ ক্ষমতা হস্তান্তর করতো তাহলে আজকের এই পরিস্থিতি তৈরি হতো না।

তাছাড়া, তত্ত্বাবধায় সরকার ব্যবস্থা যেহেতু উচ্চ আদালতই বাতিল করে দিয়েছে সেহেতু এই ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনারও কোনো সুযোগ নেই। এখন আলোচনা হতে পারে কিভাবে নির্বাচন সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে এবং সকল দল ও ভোটারের অংশগ্রহণে শান্তিপূর্ণভাবে শেষ করা যায় সে নিয়ে। এর বাইরে নিরপেক্ষ সরকার বা এই জাতীয় কোনো ইস্যুতে আলোচনা বা সংলাপ গুরুত্ত্বহীন এবং কথার কথা।

লেখক: গণমাধ্যমকর্মী।

জীবননগরে সুবিধাভোগিদের সাথে মতবিনিময় সভায় এমপি টগর

ইউনিয়ন পর্যায়ে বর্তমান সরকারের সামাজিক সুরক্ষার আওতায় সুবিধাভোগি মানুষদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার দুপুরে সীমান্ত ইউনিয়ন পরিষদের আয়োজনে বন্দরের মাঠে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগর টগর।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা চেয়ারম্যান হাফিজুর রহমান, জীবননগর পৌর সভার মেয়র রফিকুল ইসলাম, সাবেক মেয়র জাহাঙ্গীর আলম,সীমান্ত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইসাবুল ইসলাম মিল্টন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি তিত্রী মিত্র।

জীবননগর সীমান্ত ইউনিয়ানের বিভিন্ন স্তরের সাধারণ মানুষ ও সরকারী বিভিন্ন সুযোগ সুবিধাভোগি, মাতৃত্বকালিন, প্রতিবন্ধি, বয়স্ক,

বিধবা ভাতাসহ সকল ভাতার আওতায় থাকা অসহায় মানুষদের সাথে এ সময় মতবিনিময় করেন চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগর টগর।

মতবিনিময় সভায় ভাতাভোগি প্রায় ২২০০ জন নারী পুরুষ উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গার চিৎলা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের কর্মি সভায় এমপি ছেলুন

আলমডাঙ্গার চিৎলা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের আয়োজনে কর্মি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রোববার সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে চিৎলা পশ্চিমপাড়ায় এ কর্মি সভার আয়োজন করা হয়।

কর্মি সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে এমপি ছেলুন জেয়ার্দ্দার বলেন, বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন আজ তার সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা বাস্তবায়ন করছেন। আজকের এই জনসভায় যেসব কর্মি ভাইয়ের উপন্থিত হয়েছেন,আপনারা মানুষের কাছে গিয়ে নৌকার জন্য ভোট চান,দেশের উন্নয়নের জন্য ভোট চান। আজকে সারের জন্য কৃষককে লাইন দিতে হয়না। গুলি খেয়ে মরতে হয়না। গ্রামে গ্রামে রাস্তা করে দেওয়া হয়েছে। তৃণমূলের মানুষের চিকিৎসার জন্য কমিউনিটি ক্লিনিক করে দেওয়া হয়েছে। ফ্রী ওষধ দেওয়া হচ্ছে। যে ক্লিনিক বিএনপির আমলে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। সেখানে আজ মানুষ চিকিৎসা সেবা পাচ্ছেন। পদ্ম সেতু নির্মাণ করা হয়েছে,কর্ণফুলি ট্যানেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে। মানুষ সুবিধা ভোগ করছে। প্রত্যেক উপজেলায় মডেল মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। এই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে নৌকায় ভোট দিয়ে শেখ হাসিনাকে আবারও ক্ষমতায় আনতে হবে।

চিৎলা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি খন্দকার আব্দুল বাতেনের সভাপতিত্বে কর্মীসভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক যুগ্নসাধারণ সম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম টোটন জোয়াদ্দার, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মুন্সী আলমঙ্গীর হান্নান, মাসুদুজ্জামান লিটু বিশ্বাস,সাবেক বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদব শহিদুল ইসলাম খান, জেলা আওয়ামী যুবলীগের সাবেক আহবায়ক আরেফিন আলম রঞ্জু, আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আবু মুছা, সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলী, চুয়াডাঙ্গা পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি আলাউদ্দিন হেলা, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কাদের, আলমডাঙ্গা পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন।

সাবেক জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুর রশিদ, রেজাউল হক, জেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান কবির, আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সহ-সভাপতি লিয়াকত আলি লিপু মোল্লা, সাবেক প্রচার সম্পাদক মাসুদ রানা তুহিন, পৌর আওয়ামীলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, চিৎলা ইউনিয়নের আওয়ামীলীগ নেতা বীরমুক্তিযোদ্ধা নুরুজ্জামান লাল্টু।

ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মোজাম্মেল হকের উপস্থাপনায় আরও উপস্থিত ছিলেন,ওয়ার্ড আওয়ামীলীগ নেতা রবিউল হক ঝন্টু, ১ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি শমসের আলী, সাধারণ সম্পাদক মোজাম্মেল হক মোজাম, ২ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি বেল্টু হোসেন, সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান মনি, ৩ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি আবুছদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক আবু ছুডাম, ৪ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মাসুদ রানা, ৫ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি আব্দুল মালেক, সাধারণ সম্পাদক শ্রী আতুস ঘোষ, ৬ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি জুলফিকার আলী,সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান, ৭ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি রবিউল ইসলাম ঝন্টু, সাধারণ সম্পাদক কাউছার, ৮ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি মহাসিন আলী, ৯ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি হারেজ উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক মোফাজ্জেল হোসেন প্রমুখ।

কর্মি সমাবেশে আলমডাঙ্গার চিৎলা ইউনিয়ন বিএনপির দুই নেতা আনুষ্ঠানিকভাবে আওয়ামীলীগে যোগ দিয়েছেন। প্রধান অতিথি জেলা আওয়ামীলীগর সভাপতি ও ১ আসনের সংসদ সদস্য সোলায়মান হক জোয়াদ্দার ছেলুনের হাতে ফুল দিয়ে তারা যোগদান করেন। তারা দুজনই চিৎলা ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য। এছাড়া আইনাল হোসেন ২ নম্বর ওয়ার্ড ও

আনোয়ার হোসেন ৫ ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য হিসেবে দায়িত্বপালন করছেন।

দামুড়হুদার চিৎলায় আ.লীগের শান্তি উন্নয়ন সমাবেশ, মনোনয়ন প্রত্যাশী ১০ নেতা

আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে দামুড়হুদার চিৎলা মোড়ে শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশ করেছে আওয়ামীলীগের চুয়াডাঙ্গা -২ আসনের ১০জন মনোনয়ন প্রত্যাশী।

আজ শনিবার বিকেল ৪টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামীলীগের আয়োজনে শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে বর্তমান সরকারের উন্নয়ন চিত্র সাধারণ জনগণের মাঝে তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন নেতৃবৃন্দ। এক পর্যায়ে শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশ জনসভায় রুপ নেয়। দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান মঞ্জুর সভাপতিত্বে শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা আজাদুল ইসলাম আজাদ।

দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি ভাইস চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলামের সণ্চালনায় এসময় বিশেষ অতিথি ছিলেন জীবননগর উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত উপাধ্যক্ষ নজরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান আব্দুল লতিফ অমল, দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সভাপতি সিরাজুল আলম ঝন্টু, কৃর্ষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের সাবেক মহাপরিচালক হামিদুর রহমান, দৈনিক সকালের সময় পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক, বাংলাদেশ সংবাদপত্র পরিষদের মহাসচিব মানবাধিকার কর্মী নূর হাকিম, চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সহ সভাপতি নজরুল মল্লিক, দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক জুড়ানপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন, দামুড়হুদা উপজেলা কৃষকলীগের সভাপতি

রফিকুল ইসলাম, দর্শনা কলেজের সাবেক ভিপি এয়ার কমোডর আবুবক্কর, কেন্দ্রীয় যুবলীগের নির্বাহী সদস্য এ্যাডঃ শাহরিয়ার কবীর, দামুড়হুদা উপজেলা যুবলীগের সাবেক আহবায়ক চুয়াডাঙ্গা জেলা জজকোর্টের এপিপি অ্যাড. আবু তালেব।

এসময় অতিথি ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা যুবলীগের সাবেক যুগ্ন আহবায়ক এস এম মহসীন আলী, দর্শনা সরকারি কলেজের সাবেক ভিপি জামাল উদ্দীন। এসময় উপস্থিত ছিলেন নতিপোতা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মোমিনুল হক, নাটুদহ ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক রেজাউল করীম, কৃর্ষি বিষয়ক সম্পাদক আবুল কাশেম, জুড়ানপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আবু তালেব মাষ্টার, কুড়ালগাছি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সহসভাপতি কাফি উদ্দীন টুটুল, পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের যুগ্মসম্পাদক আশাদুল হক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রলীগ নেতা বদর উদ্দিন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রলীগ নেতা সেলিম মল্লিক, অ্যাড. ইউনুস আলী, হাসাদহ ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের দপ্তর সম্পাদক মাহবুব, জীবননগর উপজেলা সেচ্ছাসেকলীগের সভাপতি আবু মাসুম, দর্শনা পৌর ৬নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ ফয়সাল, নতিপোতা ইউপির ৭ নং ওয়ার্ড সভাপতি নিয়াকত আলী, নাটুদহ ইউপির ৭ নং ওর্য়াড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক কলিম উদ্দীন, নাটুদহ ইউপির কৃষকলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেন, আওয়ামী লীগ নেতা মহাসিন আলী, হারুন অর রশীদ, আব্দুল হান্নান, আব্দুল মতিন, দামুড়হুদা উপজেলা যুবলীগের অন্যতম নেতা হযরত আলী, জাহাঙ্গীর আলম(১), জাহাঙ্গীর আলম (২) ফজলুর রহমান ফজু, নাটুদহ ইউনিয়ন যুবলীগের আহবায়ক আনোয়ার হোসেন, কুড়ালগাছি ইউনিয়ন কৃষকলীগের সভাপতি করিম শাহ, যুবলীগ নেতা লাল্টু, দামুড়হুদা উপজেলা ছাত্রলীগের আইন বিষয়ক সম্পাদক বুলবুল আহমেদ, আব্দুল ওদুদ শাহ ডিগ্রী কলেজ ছাত্র লীগের যুগ্ম আহ্বায়ক এম এ করিম, ঢাকা উত্তর ছাত্রলীগের সাবেক নেতা রাসেল আহমেদ মিঠু, দর্শনা কলেজ ছাত্র লীগনেতা হৃদয় হাসান, নাটুদহ ইউনিয়ন ছাত্রলীগনেতা ওয়াচকুরুণী খান, আবীর উপজেলা প্রজন্মলীগ নেতা হাসান আল বাখার ডলারসহ স্থানীয় আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ ও অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের শো-ডাউন ও কর্মী সমাবেশ

দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে স্মার্ট বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে প্রতিহত করে নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রত্যেক ইউনিয়নে আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রচারনায় নৌকার পক্ষে ভোট চেয়ে চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের কর্মী সমাবেশ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার বিকাল সাড়ে তিনটার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের কার্যালয়ে এই কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মী সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের নৌকার মনোনয়ন প্রত্যাশি চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি আফরোজা পারভীন আলোচনা সভার শুরুতে শতাধিক ভ্যান যোগো চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের প্রত্যেক ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দদের নিয়ে চুয়াডাঙ্গা শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে এবং ভ্যান যোগে র্যালি শেষে চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের কার্যালয়ে কর্মী সমাবেশ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের সহ-সভপতি পূর্ণিমা হালদার,যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আলিজা খাতুন,সদর উপজেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি-কাজলী আক্তার, সাংগঠনিক সম্পাদক সপ্না খাতুন চিনি, দামুড়হুদা উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শাহেদা খাতুন,আলমডাঙ্গা উপজেলার যুব মহিলা লীগের সভাপতি মনিরা খাতুন,সাধারণ সম্পাদক জাহানারা খাতুন, চুয়াডাঙ্গা পৌর ৯নং ওয়ার্ড সভাপতি-আরজিনা খাতুন, সাধারণ সম্পাদক বেবি, সাংগাঠনিক সম্পাদক মিতা রানী, ৬ নং ওয়ার্ড সভাপতি রুপালি, সাধারণ সম্পাদক ফাহিমা, ২নং ওয়ার্ড কমিটির অর্থ সম্পাদক শিউলি খাতুন, ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতৃবৃন্দ রাতুল, সাকিব শেখ, মাহফুজ, আকাশ,কুতুব, রিপন,শাওন, সিফাত,জিরান,সেজান ও আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা ও আলমডাঙ্গা উপজেলা যুব মহিলা লীগের নেতৃবৃন্দ।

চুয়াডাঙ্গায় জেলা বিএনপির আয়োজনে অনশন কর্মসূচী পালিত

সাবেক প্রধানমন্ত্রী বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার স্হায়ীমুক্তি ও বিদেশে উন্নত চিকিৎসার দাবীতে চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির আয়োজনে আজ শনিবার সকাল ১০টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত অনশন কর্মসূচী পালিত হয়।

চুয়াডাঙ্গা শহরের সাহিত্য পরিষদ চত্বরে অনুষ্ঠিত এ অনশন কর্মসূচীতে সভাপতিত্ব করেন জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য আব্দুল জব্বার সোনা।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন, জেলা বিএনপির আহ্বায়ক মাহমুদ হাসান খান বাবু। বিশেষ অতিথি ছিলেন সদস্য সচিব শরীফুজ্জামান শরীফ।

অনশন কর্মসূচীতে চুয়াডাঙ্গা জেলার চারটি উপজেলার বিএনপির নেতাকর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গার পূজা উদযাপন পরিষদের নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময়

চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুনের সাথে আলমডাঙ্গা উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদের নেতুবৃন্দ মত বিনিময় করেছেন। তিনি আজ শনিবার সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে আলমডাঙ্গায় দলীয় কার্যালয়ে উপজেলার ৩৯ টি মন্দির কমিটির নেতৃবৃন্দের সাথে এ মতবিনিময় সভায় মিলিত হন।

মতবিনিময় সভায় এমপি ছেলুন জোয়ার্দ্দার বলেন,আমরা বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে বিশ্বাসি,যুগ যুগ ধরে হিন্দু মুসলিম কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বসবাস করছি,মুক্তিযুদ্ধের যে চেতনা সেই চেতনা অনুযায়ি আমরা যার যার ধর্ম সেই সেই পালন করি,ধর্ম যার যার উৎসব সবার,আসুন আমরা সকলে মিলে একটি অসাম্প্রদায়িক মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসি সকলকে নিয়ে স্বপ্নের বাংলাদেশ গঠন করি,যে স্বপ্ন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেখেছিলেন সেই বাংলাদেশ।একটি সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল বিএনপিকে নিয়ে দেশে আবারও অরাজকতা সৃষ্টির পায়তরা করছে,আসুন আমরা সকলে মিলে ৭১ এর সেই পরাজিত শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হই,বিএনপি জামাতকে দাঁতভাঙ্গা জবাব দেই।

মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সিনিয়র সহ-সভাপতি শ্যাম সুন্দর আগরওয়ালা। সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক সম্পাদক মুন্সী আলমগীর হান্নান, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আবু মুসা, সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাস্টার, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট খন্দকার সালমুন আহমেদ ডন, উপজেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মনীন্দ্রনাথ দত্ত, সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ সাধুখা।

উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি ডাক্তার অমল কুমার বিশ্বাসের পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন পৌর পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি পরিমল কুমার কালু ঘোষ, সাধারণ সম্পাদক জয় কুমার বিশ্বাস, পৌর শাখার হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক পলাশ আচার্য, হিন্দু কল্যাণ ট্রাস্ট এর প্রতিনিধি অসীম কুমার সাহা, রথতলা মন্দির কমিটির সভাপতি বিদ্যুৎ কুমার সাহা, পৌর আওয়ামী লীগের যুগ্ন সাধারন সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু, বণিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক কামাল হোসেন, যুবলীগ নেতা সৈকত খান,ছাত্রলীগ নেতা আশরাফুল ইসলাম, বাদশা,আওয়ামী লীগ নেতা খন্দকার আব্দুল বাতেন? মহসিন কামাল, আমিরুল ইসলাম মন্টু, ইউপি চেয়ারম্যানের আশিকুর রহমান ওল্টু, আলোচনা সভা শেষে ৩৯ টি মন্দির কমিটির সভাপতি ও সম্পাদকদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন প্রধান অতিথি বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দার ছেলুন এমপি।

বিএনপি নেতারা অনশনে, কর্মীরা ব্যস্ত খাওয়া-দাওয়ায়

দলীয় চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে মুক্তি দিয়ে চিকিৎসার জন্য দ্রুত বিদেশে পাঠানোর দাবিতে বিএনপির অনশনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে খাওয়া দাওয়া। একদিকে নেতারা দলের নয়া পল্টন কার্যালয়ের সামনে অনশন করছেন, অন্যদিকে নেতাকর্মীরা আশপাশের গলিতে খাওয়া-দাওয়া আর আড্ডা মাস্তিতে ব্যস্ত ছিলেন। এনিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতারা।

বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে মুক্তি দিয়ে চিকিৎসার জন্য দ্রুত বিদেশে পাঠানোর দাবিতে শনিবার বেলা ১১টা থেকে রাজধানীর নয়া পল্টনে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে শুরু হয়ে অনশন চলে দুপুর ১টা পর্যন্ত। ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ বিএনপির উদ্যোগে এই অনশন কর্মসূচি আহবান করা হয়েছিল।

অনশন স্থলে গিয়ে দেখা গেছে, নয়া পল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনের সড়কে অস্থায়ী মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে। সেই মঞ্চে ছিলেন দলীয় মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, স্থায়ী কমিটির সদস্য আবদুল মঈন খান, নজরুল ইসলাম খান, রহুল কবীর রিজভী, সেলিমা রহমানসহ অঙ্গসংগঠনের নেতারা। খালেদা জিয়ার ছবি সম্বলিত প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে মঞ্চের সামনের সড়কে মাদুর বিছিয়ে বসেছিলেন দলীয় নেতাকর্মীরা।

মঞ্চের সামনে যতো না নেতাকর্মী অনশন করছেন তার চেয়ে অনেক বেশি নেতাকর্মী বিএনপির নয়া পল্টনের দলীয় কার্যালয়ের আশপাশের গলিতে চা-নাস্তা আর আড্ডায় ব্যস্ত। এমন দৃশ্য দেখে অনেকিই বলতে শোনা গেছে, “হ্যাঁ , এরা করবে আন্দোলন। ৩ ঘণ্টার অনশনে আইসা শুধু খাই খাই করতেছে। নেত্রীর জন্য ৩ ঘণ্টা না খেয়ে তাকতে পারল না।’

মহানগর উত্তর বিএনপির কর্মী সাগর বলন, ‘দেখেন এই ৩ ঘণ্টার অনশনে কোনে কিছুই হবে না। আমি এসেছি, কর্মসূচিতে আসতে হবে এ জন্য। এসব আন্দোলন দিয়া নেত্রীকেও মুক্ত করা যাবে না আর সরকারেরও পতন ঘটবে না।’ মহানগর উত্তর বিএনপির আরেক কর্মী মোহাম্মদ আজমল হোসেন

বলেন, ‘নেতাদেরই যেখানে ঠিক নাই, সেখানে কর্মীদের দোষ দিয়ে লাভ কি?’ অনশন কর্মসূচীতে যোগ দিতে যাত্রাবাড়ী এলাকা থেকে আসা বিএনপি দেলোয়ার হোসেন বলেন, ‘অনশনস্থলেই ছিলোম। ভাবলাম একটু চা-পানি খাই, তাই গলিতে ঢুকে খাচ্ছি।’

এদিকে বিএনপির এই অনশন কর্মসূচি ঘিরে সকাল সাড়ে ১০টার দিকে কর্মসূচির শুরুতেই নয়া পল্টনের সড়কের এক পাশে যানচালাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। নেতা-কর্মীরা মিছিল নিয়ে এই গণ অনশনে আসতে থাকেন এবং কার্যালয়ের সামসনে পৌঁছানোর পর কাকরাইল মোড় থেকে ফকিরেরপুল পর্যন্ত রাস্তার এক পাশের সড়কে বসে পড়েন। এর ফলে এক পাশের সড়ক দিয়ে যানবাহন চলাচল কর গিয়ে নয়াপল্টন, দৈনিক বাংলা মোড়, পল্টন, কাকরাইল, নাইটেংগেল মোড়সহ আশপাশের সড়কগুলোতে তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়। ওই সড়গুরো দিয়ে চলাচলকারীদের প্রায় ৩/৪ ঘণ্টা কঠিন ভোগান্তি পোহাতে হয়।

জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতির মামলায় ২০১৮ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি খালেদা জিয়াকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেয় আদালত। সে দিনই কারাগারে পাঠানো হয়। ওই বছরের অক্টোবরের শেষে হাই কোর্টের রায়ে সাজা বাড়িয়ে দ্বিগুণ করা হয়। তার আগের দিন জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতির মামলায়ও বিএনপির চেয়ারপারসনের ৭ বছর সাজা হয়। খালেদা জিয়া শারিরীক অসুস্থজনিত বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে মানবিক কারণে মার্চ মাসেই সরকার নির্বাহী আদেশে খালেদার জিয়ার দণ্ড স্থগিত করে তাকে কারাগারের পরিবর্তে বাসায় থাকার সুযোগ করে দেয়। বর্তমানে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি আছেন খালেদা জিয়া আছেন।

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে এমপি চঞ্চলের গণসংযোগ

বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মানে আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন কে সামনে রেখে নৌকা মার্কায় ভোট চেয়ে হাটে বাজারে গণসংযোগ করেছেন আওয়ামী লীগ দলীও ঝিনাইদহ (৩) আসনের সংসদ সদস্য এ্যাডঃ শফিকুল আজম খান চঞ্চল।

আজ শনিবার (১৪ অক্টোবর) বিকেলে দলীয় নেতা কর্মীদের নিয়ে কোটচাঁদপুর উপজেলার সাফদারপুর ইউনিয়নের মকসেদ মোড়ে ও বাজারে নৌকা মার্কার গণসংযোগ করেন তিনি। সে সময় সংসদ সদস্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন মানুষের সামনে তুলে ধরেন। বলেন,দেশের উন্নয়ন এগিয়ে চলেছে। আর এ উন্নয়নের ধারা অব্যহত রাখতে নৌকা প্রতিকের কোনো বিকল্প নেই।

তিনি আরো বলেন, ইতোমধ্যে দেশের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত করতে, আবারও যড়যন্ত্র শুরু করেছে জামাত বিএনপি। এ সব ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করতে হবে আমাদের। বঙ্গবন্ধু কন্যা জনগণের জন্য নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। জননেত্রী শেখ হাসিনা হাত কে শক্তি শালী করতে আবারো নৌকা মার্কায় ভোট দিন।

এ সময় গণসংযোগে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহাজান আলী, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রিয়াজ হোসেন, উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি লুৎফর রহমান, সাফদারপুর ইউনিয়নে সাবেক চেয়ারম্যান নাছির উদ্দীন,সাংবাদিক শেখ ইসমাইল হোসেন, ছাত্র লীগ নেতা, প্রদীপ কুমার হালদার, রাব্বি হাসান, ওবায়দুল হক, মানিক, নয়ন সহ উপজেলা আওয়ামী লীগের সকল অঙ্গ সংগঠনে নেতা কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির অনশন

বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি ও উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে প্রেরণের দাবিতে বিএনপি’র কেন্দ্র ঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে অনশন করেছে মেহেরপুর জেলা বিএনপি।

আজ শনিবার (১৪ অক্টোবর) বেলা ১১ টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত মেহেরপুর পৌর এলাকার কাঁসারী পাড়ায় অবস্থিত জেলা বিএনপি কার্যালয়ের সন্নিকটে বিএনপি’র কেন্দ্র ঘোষিত কর্মসূচির অংশ

হিসেবে এই অনশন কর্মসূচি পালন করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন, সাধারণ সম্পাদক সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন, সিনিয়র সহ-সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন, আব্দুর রহমান বিশ্বাস, ইলিয়াস আলী, পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাড: মারুফ আহমেদ বিজন, জেলা মহিলা দলের সভাপতি সাইয়েদাতুন্নেসা নয়ন সহ যুবদল, ছাত্রদল, স্বেচ্ছাসেবক দল ও বিএনপির অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা অংশগ্রহণ করেন।